দৈনিক বসুমতী

DAINIK BASUMATI 11 OCTOBER MONDAY, 1999

1

অনিয়মের নানান অভিযোগ

উঃ দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের বড় কর্তার বিরুদ্ধে গোপন নোটিশ

তপন চক্রবর্তী, কালিয়াগঞ্জ : একের পর এক রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করায় উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যকে শোকজ করলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। জানা যায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ৯৮-৯৯ সালের জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য ওষুধ ক্রয়ের কারণে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশকে কোন রকম তোয়াক্কা না করে এবং জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের অপর আধিকারিকদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার ওষুধ ক্রয় করলেন। আরও জানা যায় যে ওষুধগুলি তিনি ক্রয় করেছিলেন এমন সময়ে যখন তাঁর সময়সীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বাকি ছিল মাত্র ৭ দিন।

চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর দ্বিতীয় কোয়ার্টার অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের বরাদ্দ করেছিলেন ৫৭ লক্ষ টাকা। এছাড়াও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর জেলার বিভিন্ন বি পি এইচ সি'র জন্য ওষুধ ক্রয় বাবদ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করে। কিন্তু মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি নাকি ওই ওষুধের বরাদ্দ টাকা দিয়ে পূর্বের বকেয়া বিল পরিশোধ করেছেন। এক ফোঁটা ওষুধ ক্রয় করেননি। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যের এইসব তুঘলকি কাজকর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর দিনাজপুর শাখা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। কিন্তু জেলা শাসকের তরফ থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন রকম ফলপ্রসূ ব্যবস্থা না নেওয়ায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ক্ষুব্ধ।

আরও জানা যায় সম্প্রতি গাইসালে রেল দুর্ঘটনার কারণে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর দুর্ঘটনায় পতিত আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য ৩ লক্ষ টাকার ওষুধ মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্য সেই টাকায় নাকি পূর্বের নিয়মবহির্ভূত ওষুধ ক্রয়ের বিল মিটিয়েছেন।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্য জেলা শাসক এবং জেলা সভাধিপতিকে কোনভাবেই গুরুত্ব দেন না। ফলে জেলা শাসক এবং জেলা সভাধিপতির সঙ্গে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যের সম্পর্ক অনেকটা সাপে-নেউলের।

বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে চলছে অডিটের কাজ। আর এই অডিটের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যের অত্যন্ত কাছের লোক বলে পরিচিত দু'জন কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের অনেক নয়ছয়ের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। প্রকৃত অডিট আদৌ হবে না বলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

তাছাড়া আরও আশ্চর্যের ঘটনা ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্য তাঁর দপ্তরে দীর্ঘদিন থেকেই বসেন না জেলা শাসক এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যের এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে জেলা শাসক প্রশান্তকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে সব জানি। জেলার স্বার্থেই আমরা এই আধিকারিকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছি। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের খোঁজ করলে তাঁর কোন খবর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা বলতে পারেননি।

Scanned with OKEN Scanner

উত্তর বঙ্গের জনপ্রিয় একমাত্র বাংলা অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রচার

১৯ বর্ষ ◆ ১০ সংখ্যা ◆ ৩১ জানুয়ারী, ২০০০ ◆ দাম ঃ ১ টাকা

সরিয়ে দেওয়া হ'ল ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যকে

মণি সান্যালের বিরুদ্ধেও ভিজিলেন্স তদন্ত ?

রিপোর্টার ঃ অবশেষে উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর জায়গায় আনা হ'ল মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শ্যামল ঝাকে। উল্লেখ্য, কো-অর্ডিনেশন ও কনফেডারেশন সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মী সংগঠন থেকে কম-বেশী দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ডাঃ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে ঐসব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ভিজিলেন্স তদন্ত শুরু হয়েছে। ফোনের বিল সহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র সিজ করা হয়েছে। অপর দিকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের বড়বাবু মনি সান্যালের বিরুদ্ধেও ভিজিলেন্স তদন্তের দাবি উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ১৯৯৪ সালে স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মী নিয়োগের সময় কালো হাতের খেলা চলে মনিবাবুর নেতৃত্বে, তার ফলস্বরূপ অশোকপল্লীতে বিশাল অংকের টাকায় বাড়ি কেনা এবং বিপুল পরিমাণ যৌতুকসহ মেয়ের বিয়ে দেওয়া। এই মর্মে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্মী মহল থেকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, সুদীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে শ্রী সান্যাল করনদীঘি বি.এম.ও.এইচ. অফিসে কর্মরত ছিলেন। পরে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বড়বাবুর দায়িত্ব পাওয়ার পর এই ৫৮ বছর বয়সেও মনিবাবু প্রায় প্রতি সপ্তাহে অফিস ট্যুর নিয়ে কলকাতা ছুটছেন কোন উদ্দেশ্যে? যেখানে ঐ অফিসে ৯জন কর্মী আছে। এছাড়াও লেপ্রসীর গাড়ি নিয়ে তারাপীঠে এবং দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে মনি সান্যালের বিরুদ্ধে।

প্রচার
১৮ বর্ষ □ ৬৫ সংখ্যা □ ৩০ সেপ্টেম্বর '৯

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন নীরব কেন ?

ওষুধ কেনার বরাদ্দের লক্ষ লক্ষ টাকা নাকি বকেয়া বিল পরিশোধ হচ্ছে !

রিপোর্টার ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। অথচ জেলা প্রশাসন আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। উল্লেখ্য, ১৯৯৮-'৯৯ সালে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওষুধ কেনার জন্য সোয়া কোটির মত টাকা বরাদ্দ করে উত্তর দিনাজপুর জেলাকে। অথচ কাগজে কলমে দেখা যাচ্ছে, বরাদ্দ টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত আড়াই কোটি টাকার মত নাকি ওষুধ কেনা হয়েছে। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কারণ দর্শানোর চিঠি দেয় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্যকে এবং সেই সঙ্গে নির্দেশ দেয় সাধারণ বাজেট থেকে পূর্বের বিল যেন কোন অবস্থাতেই পরিশোধ না করা হয়। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর দ্বিতীয় কিস্তিতে যে ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশী বরাদ্দ করেছে এবং ব্লক পর্যায়ে আরো ওষুধ কেনার জন্য আরো ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তা থেকেও নাকি ডাঃ ভট্টাচার্য বাড়িতে বসে গোপনে পূর্বের বিল মেটাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি গাইসাল রেল দুর্ঘটনার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর জরুরী ভিত্তিতে যে ৩ লক্ষ টাকার মত মঞ্জুর করে তা থেকেও পূর্বের বিল মেটানো হচ্ছে। কেননা, জেলায় ডি.আর.এস.-এ যে ওষুধ মজুত ছিল তা দিয়েই রেল দুর্ঘটনা আহত মানুষদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উতরে যাওয়ায় ঐ ৩ লক্ষ টাকা নাকি পূর্বের বিল মেটানোর কাজে এখন লাগানো হচ্ছে। জেলা শাসক প্রশান্ত এবং সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এইসব দুর্নীতির ঘটনা জানেন কি?

১৮ বর্ষ □ ৬৪ সংখ্যা □ ২২ সেপ্টেম্বর

প্রচার

/22 □ Govt. of INDIA Regd. No. RN/37399/81 □ ১৮ বর্ষ □ ৬৪ সংখ্যা □ ২২ সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রচার □ চার

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করেই বকেয়া বিল পরিশোধ হচ্ছে !

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন নীরব কেন ?

রিপোর্টার ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরে চলছে এক চরম অরাজক অবস্থা। দেখার কেউ না থাকায় ব্যবস্থা নেয় না। সি.এম.ও.এইচ ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্য গাইসালের ঘটনা ছাড়া প্রায় গোটা আগস্ট মাস বাড়িতে বসেই অফিস করলেন। এদিকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে "স্পেশাল অডিট" শুরু হয়েছে। এই অডিট ঠিকমতন হলে, এবং রিপোর্ট ধামাচাপা না দিলে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বেরোতে পারে। অভিযোগ অডিট যাতে ঠিকমতন না হয় তারজন্য সি.এম.ও.এইচ. ডাঃ অনুজ ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই নাকি অসহযোগিতা করেন। তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকায় অডিট পার্টি শেষ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। এই অচল অবস্থা কাটাতে সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী ও জেলা শাসক প্রশান্ত'র হস্তক্ষেপে ডাঃ দীপক ভৌমিককে দায়িত্ব দিয়ে অডিট শুরু হয়েছে বলে প্রকাশ। উল্লেখ্য, জেলার কয়েকটি ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অডিট হলেও সু-কৌশলে অডিটের আওতায় বাদ রাখা হয়েছে ইটাহার, চাকুলিয়াসহ আরও বেশ কিছু স্বাস্থ্য কেন্দ্র। অথচ ইটাহারে 'রোগী না থাকা সত্বেও ডায়েট বিল' একবছর আগে এ সংবাদে হৈ চৈ হলেও সব ধামা চাপা দেওয়া হয়। হেমতাবাদ ব্লকের যে মেডিক্যাল অফিসার অফিসের জিনিষপত্র বিক্রী করে দিয়ে চরম দুর্নীতি করেছেন তাকেই এখন ব্লক মেডিক্যাল অফিসার করে ইটাহারে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ। কালিয়াগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কো-অর্ডিনেশন নেতা (বড়বাবু)-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ, তাও ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। হেমতাবাদ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুদিন আগেও এক কো-অর্ডিনেশনের নেতৃত্বে বিশাল কর্মচারী গণবিক্ষোভ দেখায় ব্লক মেডিক্যাল অফিসার-কে। সেখানে কয়েক হাজার টাকার ভ্যাকসিন ও ওষুধপত্র নষ্ট হয়ে যায় এই অভিযোগে অডিট টীম যাবার আগে সব তথ্য নষ্ট করা হয়। জেলা সি.এম.ও.এইচ. অফিস থেকে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরানো হ'ল স্টোরকীপারকে। জেলা স্বাস্থ্য কমিটির নির্দেশে, জেলা শাসকের নির্দেশে। কিন্তু সি.এম.ও.এইচ. ডাঃ ভট্টাচার্য-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পায়নি প্রশাসন। কারণ তিনি যে লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ কিনেছেন তাতে নাকি অনুমোদন রয়েছে জেলা মেডিসিন পারচেজ কমিটি'র সভাপতি হিসাবে নারীপোল... গায় ও নির্মল মুখার্জীর। এদিকে বিভিন্ন সময় ডাঃ ভট্টাচার্য বলে থাকেন 'আমার কাছে সব তথ্য কাগজপত্র আছে। আমাকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করলে সভাধিপতি জেলা শাসক কেউই রেহাই পাবেন না।' অভিযোগের সুরে একথাও বলে থাকেন কো-অর্ডিনেশন নেতাদের ক্ষমতা নেই জেলাশাসক বা সভাধিপতির বিরুদ্ধে কিছু করার। ইতিমধ্যে অনেকগুলি মারাত্মক অভিযোগ অডিট পার্টির কাছে নাকি উঠে এসেছে। এদিকে সন্ধ্যাবেলা দেখা যাচ্ছে রেল স্টেশন সংলগ্ন জেলা পরিষদ বাংলোয় থাকা অডিট পার্টিকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেশ কিছু সুবিধাবাদী কর্মচারীর আনাগোনা। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, যদি হেলথ প্রজেক্টের কোটি কোটি টাকা খরচের তদন্ত বা অডিট হয় কি জবাব দেবেন পূর্বতন ও বর্তমান জেলা শাসক ও জেলা সভাধিপতি?

Scanned with OKEN Scanner